এ বিড়ালটা নির্ঘাৎ গুরুমশাই। সে ক্লাসে বোঝানোর ঢঙে আমায় বলতে লাগল, ‘প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগে অভিযুক্ত দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা নানা ব্যক্তিত্ব। প্রথমে দেখা যাক সাহিত্য। কানাডিয়ান লেখিকা ফ্লোরেন্স ডিক্‌সের অভিযোগ, এইচ জি ওয়েলসের ‘দ্য আউটলাইন অব হিস্ট্রি’ তাঁরই ‘দ্য ওয়েব অব দ্য ওয়ার্ল্ডস রোম্যান্স’ বইটি থেকে চুরি করা। ওদিকে ব্রিটিশ দিকপাল কবি এলিয়ট বুক বাজিয়ে মাথা উঁচিয়ে বলেছেন, অপরিণত কবিরা নকল করে, আর পরিণত কবিরা করে চুরি

পুতুলের দৃশ্য ঃ সিঙ্গিং ইন দ্য রেন ১৯৫২, জেন কেলি এবং স্ট্যানলি ডোনেন-এর ছবি (উপরে)। অনুরাগ বসুর ছবি বরফি (নীচে)

চুটির দুপুরে অঙ্কের হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছি। কিছুতেই মিলছে না ইন্টিগ্রেশনগুলো। ক্লাসের খাতা দেখে করে নেব কিনা ভাবছি। এমন সময় জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি সাদায়-কালোয় মেশানো একটা নাদুস-নুদুস বিড়াল একটা মাছভাজা মুখে নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে হাজির। এক ঝলক দেখেই হযবরল-র সেই বিড়ালটা বলে মনে হল। কি জানি! আমার সামনে বসে খানিকটা দম ফেলে চোর-চোর মুখ করে চোখ মিটমিট করে বলল, ‘ওই মোড়ের মাথার দোতলা বাড়ির পিসিমা খুব বদরাগী। খুন্তি আর কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল বোধহয়। সামান্য একটা মাছ নিয়েছি বলে খুন্তি উঁচিয়ে কি তাড়াটাই না করল। কোনওমতে পালিয়ে এসেছি।’

একেই অঙ্ক মিলছে না বলে আমার মেজাজ ঠিক নেই। তার উপর এ আপদ কোথা থেকে এল! আমি রাগ দেখিয়ে বললাম, ‘সে তুমি মাছভাজা চুরি করলে তোমায় তাড়া করবে না?’

‘চুরি?’ বিড়াল যেন আকাশ থেকে পড়ল। ‘মাছভাজা একটা খাবার জিনিস। এ আবার চুরি হল কবে থেকে? এ তো আমি খাব বলে নিয়েছি। সে আমাকে ভালবেসে একটু বকে দিলেই হত।’

আমি বললাম, ‘আলবৎ চুরি। চোরকে কি রেয়াত করা যায় নাকি?’

বিড়াল বলল, ‘দ্যাখো চুরি হলেও এটা ছোটখাটো চুরি। মানুষের মতো পুকুর চুরি নয়। তোমাদের মতো বড় চোর আছে নাকি আর?’

আমি খানিক ঘাবড়ে গেলাম। ক্লাস-ওয়ার্কের খাতাটা সবে একটু উল্টেছিলাম। এ ব্যাটা সেটা আবার দেখে ফেলেছে নাকি। নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী রকম?’

বিড়াল বেশ রসিয়ে শুরু করল, ‘এই তো গত বছরের জুলাই মাসের ঘটনা। তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর চোদ্দো বছর আগের প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে নামজাদা প্রকাশক স্প্রিঙ্গারের এক নামী জার্নাল। কাগজে দ্যাখোনি? অভিযোগ গুরুতর, প্লেজিয়ারিজম বা রচনা চুরি, যা আজকের দুনিয়ায় অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত।’

আমি বললাম, ‘সে না হয় একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। তার জন্য সাধারণভাবে মানুষদের দোষ দেওয়ার কি আছে?’

‘মোটেই ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়’, বিড়াল বলল। ‘এর আগে এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক সি এন আর রাওয়ের মতো ব্যক্তিত্ব। ২০১১ সালে ‘অ্যাডভান্সড মেটেরিয়াল’ নামক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উল্লেখ ছাড়াই অন্যের কাজ থেকে কপি করার অভিযোগ তাঁর এবং তাঁর জুনিয়র সহলেখকের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক রাও অবশ্য জুনিয়রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ঝেড়ে ফেলেছেন সব অভিযোগ। অধ্যাপক রাওয়ের কাজ নিয়ে এমন অভিযোগ উঠেছে আগেও। এতে করে অবশ্য অধ্যাপক রাওয়ের ভারতরত্ন হওয়া আটকায়নি।’

এবার আমার একটু অস্বস্তিই হল। ভারতরত্ন আমাদের এক গর্বের জায়গা। তা নিয়েও ব্যাটা টানাহ্যাঁচড়া শুরু করেছে। বললাম, ‘সে অমন টুকটাক হয়েই থাকে। কী করা যাবে। তা ছাড়া সবটাই তো অভিযোগ মাত্র।’

বিড়াল হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, কী আর করবে। অ্যাকাডেমিয়াতে অসদাচরণ দেখবার জন্য আমেরিকাতে রয়েছে অফিস অব রিসার্চ ইন্টিগ্রিটি। এ রকম কোনও বিধিবদ্ধ সংস্থা না থাকাটাও ভারতে প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ বাড়ার এক কারণ। একটা মজার ঘটনা তুমি জানো কিনা জানি না। সাধারণত মাস্টাররা পরীক্ষায় ছাত্রদের টোকাটুকি ধরে। তবে উল্টোটাও কখনও সখনও ঘটতে পারে, ছাত্ররাও ধরে ফেলতে পারে মাস্টারদের চুরি। এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল বছর পঁচিশ আগে, ১৯৯২ সালে, আই.আই.এম আমেদাবাদে। এক ছাত্র তার প্রজেক্ট করতে গিয়ে আবিষ্কার করে যে আই.আই.এমের এক অধ্যাপকের লেখা একটি বইয়ের অন্তত দশটি জায়গায় পাঁচটি বিদেশি এবং কিছু ভারতীয় বই থেকে হুবহু টুকে দেওয়া হয়েছে, মূল সূত্রের কোনও উল্লেখ না করেই। ছাত্রটি অভিযোগ জানায় আই.আই.এম-এর আমেদাবাদের ডিরেক্টরকে। এ ছাড়াও কতসব টোকাটুকির অভিযোগ। আই.আই.এম ইন্দোরের ডিরেক্টর, কুমায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই শেষ ঘটনাটা তো তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কালাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এমন অসংখ্য প্লেজিয়ারিজামের অভিযোগ ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্সটিটিউটগুলিতে। কারও ক্ষেত্রে সত্তরটি গবেষণাপত্র চুরির অভিযোগ, কারও বা মাত্র একটির অংশবিশেষ। শ্রীবেঙ্কটেশ্বরা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.আই.টি দিল্লি, প্লেজিয়ারিজমের অনৈতিকতার থাবার অভিযোগ সর্বত্রই।’

আমি সত্যিই ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ‘এই যে কঠিন শব্দটা বলে চলেছ, এটার ঠিকঠাক মানে কী?’

বিড়াল গলা খাঁকারি দিয়ে বিজ্ঞের মতো বলা শুরু করল, ‘ল্যাটিন শব্দ ‘প্লেজিয়েরে’-র অর্থ অপহরণ, সেখান থেকেই প্লেজিয়ারিজম কথাটি এসেছে। বাংলায় এর একটা জবরদস্ত প্রতিশব্দ রয়েছে - কুম্ভিলকবৃত্তি। শব্দবোধ অভিধান খুলে দ্যাখো, কুম্ভিলক হল যে ব্যক্তি পরের গ্রন্থের ভাব ও অভিপ্রায় অথবা পরকীয়া রচনার কোনও কোনও অংশ নিয়ে নিজের রচনা বলে প্রচার করে। অবশ্য এর ব্যুৎপুত্তিগত অর্থ কিংবা শব্দরূপ-ধাতুরূপ আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সে সুনীতিবাবু হলে পারতেন। এটুকু বলতে পারি যে অক্সফোর্ড ডিকশনারির মতে প্লেজিয়ারিজম হল কারও কীর্তি আত্মস্যাৎ করা। কিন্তু এর ব্যপ্তি আরও বড়। এমনকি ছাত্রদের জমা দেওয়া রিপোর্ট আর প্রোজেক্টও এর আওতায় পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোও প্লেজিয়ারিজমের শিকার। আরে ওই মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বিডেন তো তার ল’ স্কুলের প্রথম বছর এমনই প্লেজিয়ারিজমের দায়ে অভিযুক্ত হন।’

‘ল্যাটিন শব্দ ‘প্লেজিয়েরে’-র অর্থ অপহরণ, সেখান থেকেই প্লেজিয়ারিজম কথাটি এসেছে। বাংলায় এর একটা জবরদস্ত প্রতিশব্দ রয়েছে - কুম্ভিলকবৃত্তি। শব্দবোধ অভিধান খুলে দ্যাখো, কুম্ভিলক হল যে ব্যক্তি পরের গ্রন্থের ভাব ও অভিপ্রায় অথবা পরকীয়া রচনার কোনও কোনও অংশ নিয়ে নিজের রচনা বলে প্রচার করে

ওরে ব্বাবা, এ কার পাল্লায় পড়েছি। এ দেখি আমাদের ইংরাজির জয়তী মিসের থেকেও বেশি জানে। বললাম, ‘তা হলে এর প্রতিকার কী হবে?’

বিড়াল খানিকটা খুশি হয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, রাষ্ট্র আজ তৎপর হয়েছে এ সবের প্রতিকারে। ২০১৬-র জুনের খবর অনুসারে উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি বিলের খসড়া বানিয়ে